সেই কালো পাইপের জ্বলন্ত আগুন

কাইউম পারভেজ

কালো পাইপের সেই জ্বলন্ত আগুনটা একদিন
পাইপ পাঁজর বত্রিশ নম্বরের সীমানা অতিক্রম করে
পৌঁছে গেলো পিলখানা রাজারবাগ ছাত্রাবাস জয়দেবপুর
টেকনাফ তেঁতুলিয়া শম্ভুগঞ্জ গোপালগঞ্জ শুভপুর
জল স্থল অন্তরীক্ষে, ইথারে তারে বেতারে - কালুর ঘাটে।

শিশু যুবা কিশোর কিশোরী বধূ মাতা কন্যা
শ্রমিক মজুর কেরানী সেনানী ছাত্র শিক্ষক ললনা
সবার বুকে ছড়িয়ে গেলো সে আগুন।
দাবানল হয়ে ছড়িয়ে গেলো পাইপের সেই জ্বলন্ত আগুন।
থ্রি-নট-থ্রি এসএমজি এলএমজি গ্রেনেড কাটা রাইফেল
সর্বত্রই সেই জ্বলন্ত আগুন।
পাইপের গোলাকার লাল আগুন, লাল রক্তে মিশে
ক্রমশঃ ----
ক্রমশঃ একদিন পৌঁছে গেলো
সবুজ জমিনটার ঠিক মধ্যিখানে।

তারপর -
তারপর একদিন
আপন-রা হয়েছিলো পর
দুরের-রা কাছের। কাছের-রা অনেক দুরের।
বর্ষার কালো মেঘগুলো ফুলে ফেঁপেও
কোন বৃষ্টি ঝরাতে পারেনি সেদিন।
গুমোট ভাব। সকলেরই শব্দের অভাব।
পিপিলিকারাও জেনেছিলো ভূ-কম্প সমাসন্ন।
কালো পাইপটাই কেবল জানলো না কিছুই।
জেনেও জানেনি। বুঝেও বোঝেনি। বুঝতেও চায়নি
পনেরোই অগাষ্ট সমাসন্ন।

একদিন অগাষ্ট পনেরো সমাসীন।
পিপিলিকারা লুকোলো গর্তে ।
চেনা মানুষ হলো অচেনা একেবারে নিঃশর্তে।
সে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়েই সেই পাইপের জ্বলন্ত আগুন।
শুধু বত্রিশ নম্বরে, কেবল বত্রিশ নম্বরেই সে আগুন ।
কোথাও আর জ্বললো না। কোথাও না।

কালো পাইপটা তখন সাদা পাঞ্জাবীর পকেটে।
নিভে গেছে চিরতরে ।
চিরতরে ----
চিরতরে অনন্তলোকে।